যুগান্তর

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩......

NOV. 13 2002

ঝিনাইদহে স্কুল শিক্ষক হত্যা : ৭ জনের ফাঁসি

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি

চাঞ্চল্যকর স্কুল শিক্ষক অ্যাডভোকেট আবুল হোসেন হত্যা মামলায় ৭ জনকে মৃত্যুদণ্ড ও বাকি ৪ জনকে বেকসুর খালাস দেয়া হয়েছে। ঝিনাইদহের অতিরিক্ত দায়রা জজ (প্রথম) আলহাজ মোঃ আইনুল হক গতকাল মঙ্গলবার এই রায় ঘোষণা করেন। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হল : মিজানুর রহমান, ওহিদুল ইসলাম, জুলফিকার আলী, আবদুল ওহাব, আজগর আলি, ইসরাইল হোসেন (মন্টু) এবং রবিউল ইসলাম। তাদের সবার বাড়ি যশোর জেলার কোতোয়ালি থানার হৈবৎপুর গ্রামে। বেকসুর খালাস পেয়েছে একই গ্রামের সুলতান, আবদুস সামাদ, রওশন আলি ও ওয়াজেদ আলি।

ফাঁসি : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৮

ফাঁসি : ঝিনাইদহ

মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণে বলা হয়েছে, ১৯৯৭ সালের ৪ মার্চ ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার সুবর্ণসরা জুনিয়র হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক অ্যাডভোকেট আবুল হোসেন (৩৬) খালাত ভাই রাশেদুলের সঙ্গে মোটরসাইকেলযোগে স্কুলের জরুরি কাজে রাত আনুমানিক সাড়ে ৯টার সময় বাড়ি থেকে বের হয়ে সুবর্ণসরা গ্রামের চৌরাস্তার মোড়ে পৌঁছলে ওঁৎ পেতে থাকা ১০/১২ জন আগ্নেয়াস্ত্রধারী তাদের ওপর গুলিবর্ষণ শুরু করে। এ সময় সঙ্গে থাকা রাশেদুল পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও আবুল হোসেন পালানোর সময় পার্শ্ববর্তী গমের ক্ষেতে পড়ে যান। অস্ত্রধারীরা তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং ঘটনাস্থলে গুলি করে ও কুপিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। এ ব্যাপারে নিহতের পিতা হৈবৎপুর গ্রামের মোহাম্মদ আলি পরের দিন কালীগঞ্জ থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। আসামিরা নিহত ব্যক্তির কাছে এক লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে বলে মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়। পুলিশ আদালতে আসামিদের বিরুদ্ধে চার্জশিট প্রদান করার পর ১৯৯৮ সালের ৩০ নভেম্বর ঝিনাইদহ অতিরিক্ত দায়রা জজের আদালতে আসামিদের বিরুদ্ধে ৩০২/৩৪ ধারায় চার্জ গঠন করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে মামলাটি চূড়ান্ত বিচারের জন্য ঝিনাইদহ অতিরিক্ত দায়রা জজের (প্রথম) আদালতে সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়। আদালত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে ৫ জনসহ মোট ১১ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। বিচারক মামলাটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় উল্লিখিত ৭ জন আসামিকে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আদেশ দেন। বাকিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় বেকসুর খালাস দেয়া হয়। আসামিদের উপস্থিতিতে গতকাল বেলা ১১টার সময় রায় ঘোষণা করা হয়।